ইউ.জি.সি-ডি-ই-বি-র অর্থানুকূল্যে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মানববিদ্যা অনুষদ ১৮ আগষ্ট, ২০১৭-য় মুক্ত শিক্ষাক্রমে স্নাতক-স্তরীয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠন সংক্রান্ত একটি কর্মশালার আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্টাডি-সেন্টারে স্নাতক-স্তরীয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনে নিযুক্ত কাউন্সেলররা। কর্মশালার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল, মুক্ত শিক্ষাক্রমে স্নাতক বাংলা পাঠক্রমে পাঠদান পদ্ধতি।

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠক্রম এমনই এক পাঠক্রম যা অন্যান্য প্রাতিষ্ঠনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পঠন-পাঠনের একটি সমান্তরাল পাঠক্ষেত্রের দিগন্ত উন্মোচিত করে শিক্ষার্থীদের সামনে। উন্নত ও আধুনিক বাংলা স্নাতক পাঠক্রম ও উন্নত মানের পাঠ-উপকরণ এই মুক্ত শিক্ষার ক্ষেত্রকে বিস্তৃতি দিয়েছে। কিন্তু দূরশিক্ষা পর্ষৎ-এর প্রচলিত ও প্রণালীকৃত প্রকরণ অনুযায়ী এই পাঠক্রম ও স্বশিক্ষা উপযোগী পাঠ-উপকরণকে শিক্ষার্থীদের সামনে আরও স্পষ্টভাবে বোধগম্য করার দায় বিশ্ববিদ্যালয়ের থাকে। এখানে, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পাঠ-উপকরণের সংযোগ ঘটে বিভিন্ন স্টাডি-সেন্টারে নিযুক্ত কাউন্সেলরদের মাধ্যমে। ফলে, খুব স্বাভাবিকভাবেই মুক্ত শিক্ষা পাঠক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থিরীকৃত বিষয়ভিত্তিক পাঠদান পরিকল্পনা সেইসমস্ত কাউন্সেলরদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর জ্ঞাত করার প্রয়োজন থাকে। আর সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন থেকেই, স্নাতক বাংলা স্তরের কাউন্সেলরদের ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রাম বা উজ্জীবনী কর্মশালার আয়োজন করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ও স্কুল অফ হিউম্যানিটিজ।

১৮ আগষ্ট, ২০১৭-য় সকাল ১০:৩০ মিনিটে নিবন্ধীকরণের শেষে শুরু হজয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক শ্রী শুভশঙ্কর সরকার। উপস্থিত ছিলেন স্টাডি-সেন্টার বিভাগের অধিকর্তা অধ্যাপক শ্রী অসিতবরণ আইচ এবং মানববিদ্যা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অধ্যাপক শ্রী মনন কুমার মণ্ডল।

পুষ্পস্তবক প্রদানের মাধ্যমে এঁদের প্রত্যেককে বরণ করে নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক। বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শ্রীমতী অনামিকা দাস তাঁর স্বাগত ভাষণে কর্মশালার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট করেন। এরপর কর্মশালার বিষয়ভিত্তিক প্রস্তাবনা করেন অধ্যাপক শ্রী মনন কুমার মণ্ডল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কীভাবে মুক্ত শিক্ষাক্রমে স্নাতক-পাঠদান প্রক্রিয়ার উৎকর্ষসাধন সুনিশ্চিত করা যায় --- মূলত সেই বিষয়েই তিনি আলোকপাত করেন। অধ্যাপক শ্রী অসিতবরণ আইচ স্টাডি সেন্টার বিভাগের অধিকর্তা হিসেবে ভাষণ প্রদান করেন। বিশ্ববিদ্লায়ের মাননীয় উপাচার্য তথা অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক শুভশঙ্কর সরকারের মূল্যবান বক্তব্য সংযোজন ও ধন্যাবাদ-জ্ঞাপনের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

দশ মিনিটের চা-পান বিরতি শেষে শুরু হয় প্রথম প্রায়োগিক অধিবেশন। এই পর্বে সভাপতিত্ব করেন মানববিদ্যা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অধ্যাপক শ্রী মনন কুমার মণ্ডল। দুটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল সেই পর্বটি। প্রথম পর্বে মুক্ত শিক্ষাক্রমে স্নাতক-স্তরীয় বাংলা পাঠক্রমের পঠন-পাঠন বিষয়ক আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্রীমতী অনামিকা দাস। প্রথম থেকে অষ্টম --- মোট আটটি পত্রই ছিল তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু। প্রতিটি পত্রের জন্য শিক্ষার্থীর সুনির্দিষ্ট বোধগম্যতার সুবিধে-অসুবিধের কথা ভেবেই সেই আলোচনা অগ্রসর হয়। যদিও, সময়াভাবে সব ক'টি পত্রের বিষদ আলোচনা স্বাভাবিকবাভেই সম্ভব ছিল না। তবে, মুক্ত শিক্ষাক্রমে কোনো একটি টেক্স্‌ট কীভাবে পড়ানো উচিত, কীভাবে স্বল্প সময়েও কোনো একটি টেক্স্‌টকে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রাণবন্ত করে তোলা যায় --- বিভিন্ন পত্র থেকে কয়েকটি উদাহরণ নির্বাচনের মাধ্যমে তা পরিস্ফুট করেন তিনি। মুক্ত শিক্ষাক্রমের আদর্শকে সামনে রেখে পাঠ-উপকরণকে যথাতথভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনের কৌশলটি অনুষ্ঠানে আগত বিভিন্ন কাউন্সেলরদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর মূল উদ্দিষ্ট।

প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায়টি নির্ধারিত ছিল নিবন্ধীকৃত কাউন্সেলরদের বক্তব্য ও প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য। এই পর্বে বিভিন্ন কাউন্সেলররা, মুক্ত শিক্ষাক্রমে স্নাতক-স্তরীয় বাংলা পাঠক্রমের পঠন-পাঠন সংক্রান্ত নিজেদের অভিজ্ঞতা ও অসুবিধের কথা সভাপতির গোচরে আনেন। সামগ্রিকভাবে স্নাতক-স্তরীয় বাংলা পাঠদানের ক্ষেত্রে কাউন্সেলারা কী কী অসুবিধের সম্মুখীন হচ্ছেন, কীভাবে সেই অসুবিধে থেকে উত্তরণ সম্ভব --- সেই বিষয়ে আগত কাউন্সেলররা তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সেইসঙ্গে, পাঠ-উপকরণের ক্রুটি-দুর্বলতার দিকটিও চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে যথাসাধ্য ক্রুটিমুক্ত পাঠ-উপকরণ

প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখান তাঁরা। তাঁদের অসুবিধের দিকগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে যথাসাধ্য উত্তরপ্রদানের মাধ্যমে তাঁদের সন্তুষ্টিবিধান করেন সভাপতি অধ্যাপক শ্রী মনন কুমার মণ্ডল।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের বিরতি শেষে শুরু হয় দ্বিতীয় প্রায়োগিক অধিবেশন। এই পর্বের সঞ্চালক ছিলেন অধ্যাপক শ্রী মনন কুমার মণ্ডল। এই পর্বে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল কাউন্সেলর-ম্যানুয়াল বিষয়ে কথোপকথন, অ্যাসাইনমেন্ট প্রসঙ্গে কাউন্সেলরদের কৃত্য সম্পর্কিত আলোচনা ও প্রতিনিধিদের বক্তব্য শ্রবণ। অ্যাসাইমেন্ট রচনা ও মূল্যায়ন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা কাউন্সেলরদের জানানো এবং সেই সম্পর্কিত কোনো সমস্যার কথা কাউন্সেলরদের কাছ থেকে শোনার জন্যই এই প্রায়োগিক অধিবেশনের আয়োজন।

স্বল্প সময়ে অনেক কাউন্সেলরকেই তাঁদের বক্তব্য পেশ করার জন্য যথোপযুক্ত সময়-পরিসর দেওয়া যায়নি। তবে, সকলেই একমত হন যে, ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের স্বার্থেই আরও বেশি সংখ্যায় এই ধরনের কর্মশালার আয়োজন প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানের একেবারে অন্তিম পর্বে ‘মুক্ত শিক্ষাক্রমে স্নাতক বাংলা পাঠক্রমে পাঠদান পদ্ধতি’-কেন্দ্রিক কর্মশালায় যোগদানকরী প্রত্যেক কাউন্সেলরকে শংসাপত্র ও সম্মানদক্ষিণা প্রদান করা হয়।